গনপ্রাজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, পিরোজপুর।

পেয়াজ ও অন্যান্য মসল্লার বাজারদর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাবসায়ী অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা।

সভাপতি : আব্দুল মান্নান হাওলাদার, জেলা বাজার কর্মকর্তা ও কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (দা.প্রা), পিরোজপুর
সভার স্থান : কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, পিরোজপুর
তারিখ: ১৭-০৭-২০২৩ খ্রিঃ, শনিবার, সময়ঃ ১১.০০ ঘটিকা

উপস্থিত সদস্য গনের নাম ও স্বাক্ষরঃ পরিশিষ্ট "ক" তে সন্নিবেশিত হয়েছে ।
সভার শুরুতে সভাপতি, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (দা.প্রা.), পিরোজপুর, উপস্থিত সকলকে সভায় অংশগ্রহনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে প্রাধান কার্যালয়ের গত ১৩-০৬-২০২৩খ্রিঃ তারিখের ১২.০২.০০০০.০১৯.১৬.০০১.২৩.৩০৯ সংখ্যক স্মারক পত্র পাঠ করেন। অতপর এতদসংক্রান্ত বিষয়ে উপস্থিত অংশিজনের মধ্য হতে আলোচনার জন্য পর্যাক্রমে আহবান করা হলে নিমোক্ত আলোচনা, সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক্র: নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সুপারিশ
১	পেয়াজের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	১। জনাব আঃ খালেক ফকির, ভাই ভাই স্টোর, পাড়েরহাট বাজার, ইন্দুরকানী উপজেলা সভায় জানান পিরোজপুর জেলা পিয়াজসহ কোন মসল্লারই উৎপাদন এলাকা নয়, জেলায় কোন আমদানীকারকও নাই। বাজার ভিত্তিক ২/৪ জন পাইকারী ব্যবসায়ী যারা খুলনার এতদসংক্রান্ত পাইকারী বাজার হতে ক্রয় করে স্থানীয় বাজারে খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায় ক্রয়-বিক্রয় করে থাকেন। যার সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি নিরবিচ্ছিন্নভাবে জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা অফিসসহ মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেশে চলমান দেশীয় পেয়াজের মূল্য বৃদ্ধির কারনে আমদানী শুরু হলে দেশীয় পেয়াজের মূল্য কেজি প্রতি ১৫-২০/= হ্রাস পেয়ে ৭০-৭৫/= টাকায় স্থিতিবস্থা বিরাজ করছে। ভারতীয় আমদানীকৃত পেয়াজের পাইকারী ক্রয় মূল্য মানভেদে ৩৮-৪৫/=,বিক্রয়/খুচরা মূল্য ৪২-৫০/= যা স্বাভাবিক ও যৌক্তিক। পাড়েরহাটসহ পার্শ্ববর্তি বাজার সমুহে দেশী ও আমদানীকৃত পেয়াজের মূল্য পার্থাক্য কেজি প্রতি ২৫-২৮/= হওয়ায় ভোক্তা পর্যায় দেশীয় পেয়াজের ক্রেতা/ ভোক্তা কম। ২। জনাব শংকর কুমার পাল, সদর বাজার, পিরোজপুর জানান জেলা সদর বাজারে কিছু ক্রেতা/ ভোক্তা আছেন যারা ভালমানের পণ্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী হলেও ক্রয় করেন তাদের জন্য বাছাইকৃত উন্নতমানের পেয়াজ আনা হয় যার ক্রয় মূল্যই ৭২-৭৩/= টাকা খুচরা/ ভোক্তা পর্যায় ৭৫-৮০/= ক্রয়-বিক্রয় হয়,এর পরিমান যতসামান্য। ৩। জনাব মো: হারুন শেখ, ভাই ভাই ভান্ডার, পাড়েরহাট সভায় জানান কোন কোন সময় ফরিদপুর ও অন্যান্য পেয়াজের মোকাম হতে দেশী পেয়াজ ক্রয় করা হয়, দাম খুলনা (মোকাম) বাজারের তুলনায় কম। তাছাড়া বর্তমানে আমদানীকৃত ছোট দানার পেয়াজের সর্বোচ্চ খুচরা দাম ৪৮-৫০/= টাকা হওয়ায় এ মানের পেয়াজের ব্যাবহার / ভোক্তা অনেক বেশী তাই আমদানী স্বাভাবিক থাকলে মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা নাই বরং দেশীয় পেয়াজের দাম ক্রমান্নয় হ্রাস পাবে এবং স্থিতিশীল থাকবে।	১। দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণের ব্যাবস্থা করা। ২। পরবর্তি উৎপাদন মৌসুম পর্যন্ত আমদানী অব্যাহত রাখা। ৩। নিরবিচ্ছিন্ন মনিটরিংয়ের মাধ্যমে যৌক্তিক মূল্য নিশ্চিত করা।
২	পেয়াজ, আদাসহ কোরবানীর মসল্লার সার্বিক সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি	১। জনাব মো. ইউনুস সেখ, সভাপতি, কাচা বাজার সমিতি, পিরোজপুর সদর বাজার বলেন পিরোজপুর জেলা এ সকল পণ্যের ঘাটতি এলাকা। জেলার ব্যাবসায়ীগন প্রধানত খুলনা বাজারসহ সুবিধামত মোকাম হতে সংগ্রহ পূর্বক স্থানীয় বাজার সমুহে সামান্য মুনাফায় ক্রেতা/ ভোক্তার নিকট বিক্রি করেন। মুনাফার হার সব সময়ই সরকার নির্ধারিত অর্থাৎ কৃষি বিপণন বিধিমালা-২০২১ এর চেয়েও কম, যা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা দপ্তর হতে যাচাই হয়ে আসছে। কিন্তু আমদানীকারক, বড় বড় পাইকার, মজুদদার/ সংরক্ষণকারীগন সেখানে কিভাবে মূল্য নির্ধারণ করে সেটি ভালভাবে তদারকি করলে হয়ত আরো ভাল ফল পাওয়া যাবে। এখানে এ সকল কৃষি পণ্য সংরক্ষণের কোন ব্যাবস্থা নাই, আমরা পণ্য ক্রয়ের ভাউচার সংরক্ষণ করি ও যৌক্তিক মূল্যেই বিক্রি করি।	আমদানীকারক, বড় বড় পাইকার, মজুদদার, সংরক্ষণ কারী

আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি করেন ।

মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

১৭/৭/২৩
আব্দুল মান্নান হাওলাদার
জেলা বাজার কর্মকর্তা